দৈনিক জনকণ্ঠ

39

তারিখ ... OCT 12 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ঢাকা ভার্সিটিতে সমাবর্তন

দেশে বর্তমানে বিরাজিত চরম অরাজক অবস্থা ও হতাশার মধ্যে গত রবিবার একটা সুখবর পাওয়া গেল। দীর্ঘ ৩০ বছর পর আগামী ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। ঐদিন সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রে এই অনুষ্ঠান চলবে। বিগত ১৯৭০ সালের পর, সুদীর্ঘ ২৯ বছর পর এই মহতী অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। আরও আনন্দের বিষয়, বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, নোবেল বিজয়ী ড. অমর্ত্য সেন এই সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনের ইতিহাসে এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানের তুলনা হয় না।
পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ, বিশেষত ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত,
প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিয়মিতভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
এ দেশেও এক সময় এই অবস্থা ছিল। কিন্তু নানা রাজনৈতিক উত্থান-পতনের
কারণে এই ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। ছাত্রছাত্রীরা এবং ডক্টরেট ডিগ্রীধারী ও
অন্যান্য সম্মানসূচক পদবীপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যখন সমাবর্তন পোশাক পরে নিমন্ত্রিত
অতিথির সামনে তুমুল করতালির মধ্যে তাঁদের সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন, তখন
এক অনিবর্চনীয় আনন্দে তাঁদের মন ভরে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আজ প্রায় তিন যুগ পরে এই মহতী অনুষ্ঠানে তাঁদের
সর্বোচ্চ একাডেমিক সম্মান গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। যতদূর জানা যায়, পাকিস্তান
আমলে ১৯৫৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দঘন পরিবেশে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত
হয়। পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসব আইয়ুব
আমলের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর মোনায়েম খানের রাজত্বেও অনুষ্ঠিত
হতে পারেনি। শেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় মার্চ, ১৯৭০ সালে। তার পরে
দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই
অনুষ্ঠানের সাথে একটি জাতীয় ট্র্যাজেডি জড়িত হয়ে রয়েছে। সকলেই জানেন
যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমাবর্তন অনুষ্ঠান উদ্বোধনের কথা ছিল। কিন্তু তার
আগের দিবাগত গভীর রাতে কতিপয় বিভ্রান্ত সৈনিক নির্মমভাবে জাতির
মুক্তিদাতা ও আপাদমস্তক বাঙালী এই মহামানবটিকে তাঁর ৩২ ধানমণ্ডির
বাসভবনে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার ফলে ১৫ আগস্টের সমাবর্তন
দিবস পরিণত হয় জাতীয় শোক দিবসে। সেদিন সমগ্র বাঙালী জাতি এই ভয়াবহ
ও লোমহর্ষক নৃশংসতার কাহিনী শুনল বেতার ও টেলিভিশনে। তারপরই
রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ।
পরবর্তী ঘটনা সবারই জানা। খুনী মোশতাক ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দিলেন। কথায় বলে, 'ধর্মের কল বাতাসে
নড়ে'। আর বঙ্গবন্ধুর স্বঘোষিত খুনীরা প্রকাশ্য আদালতে বিচার অনুষ্ঠানের পরে
দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে কারান্তরালে ফাঁসিকাষ্ঠে নিন্দিত মৃত্যুবরণ করার জন্য অপেক্ষা
করছে। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
আমলেই এই ঐতিহাসিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি হতে যাচ্ছে। এতে ১৯৯৫, '৯৬,
'৯৭ ও '৯৮ সালের অনার্স, মাস্টার্স, এম, ফিল ডিগ্রীধারী ও পদকপ্রাপ্তরা
অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এমনকি ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ৩৯তম
সমাবর্তন উৎসবের পর থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত যথার্থ ডিগ্রীধারীরাও
সনদপত্র গ্রহণ করবেন ১৮ ডিসেম্বর। এতে অনেক স্বর্ণপদকপ্রাপ্তও যোগদান
করতে পারবেন।

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঐতিহাসিক ৪০তম সমাবর্তন উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।